[redacted]

[redacted]

গাংনীর সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট ভুলবোঝাবুঝি ও অভিযোগের অবশেষে অবসান হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উভয়দের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির অবসান হওয়া বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেললনে ইউপি সদস্য আনারুল ই্সলাম আকালি সংবাদ সম্মেলনে জানান, ইউপি চেয়ারম্যান ও আমরা যারা ১২জন ইউপি সদস্য রয়েছি তাদের সাথে একটু মতানৈক্য তৈরী হয়। আমরা কতিপয় সদস্যরা এবিষয়ে চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসন বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। চেয়ারম্যান ও আমাদের সাথে একটু দুরুত্ব তৈরী হয়। এতে ইউনিয়নবাসীরা তাদের সেবা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হচ্ছিল।

এমন বিষয় চিন্তা করে আমাদের মধ্যেকার দুরুত্বের অবসান করে নিলাম। ইউনিয়নের উন্নয়ন ও ইউনিয়নবাসীর সেবার স্বার্থে আমরা আবার এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে চাই। সকলে একত্রিত হয়ে ইউনিয়নের মানুষের কাংখিত সেবা দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের মধ্যেকার জমে থাকা ক্ষোভ ও দুরুত্ব আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্ব্হী অফিসার বরাবর যে অভিযোগ জমা দেয়া ছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দিন জানান, এক সাথে চলতে গেলে একাধপু দোষত্রুটি থাকতেই পারে। এবিষয়ে আমাদের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির আনুষ্ঠানিক অবসানের জন্য আমরা সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের মধ্যেকার তৈরী হওয়া দুরুত্বের অবসান হলো। আগামী দিন থেকে আমরা ইউনিয়নের উন্নয়নের একত্রে কাজ করার পথ সুদৃড় হবে।

সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা আক্তার জানান, একটি ইউনিয়ন মানে আমাদের একত্রে থাকার একটি পরিবার। সেখানে তেম কিছুই ঘটেনি। সামান্য

ভুলবোঝাবুঝির কারনে বিষয়ে এতোদুর গড়িয়েছে। আমাদের মধ্যে পৃথক করে দিয়ে তৃতীয় একটি পক্ষ ফায়দা লুটার চেষ্টা করছিল। এমন বিষয় আমরা বুঝতে পেরে নিজেদের সমস্য নিজেরাই মিমাংসা করে একত্রে মিলে ইউনিয়নের উন্নয়ন করতে চাই। এক সাথে চার বছরের পথ চলা আজকের এই অবসানের মধ্য দিয়ে সুগম একটি প্লাটফর্ম তৈরী হলো।

আব্বাস আলী জানান, আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। এবিষয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করছিল একটি পক্ষ। আমরা আমাদের বিষয়টি বুঝতে পেরে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন ও মনগড়া। সামাজিক ভাবে আমাকে হেয় করার জন্য একটি পক্ষ ষড়যন্ত্র করে আমাদের সদস্যদের মধ্যে দুরুত্ব তৈরী করে দিয়েছিল। এটি সদস্যরা বুঝতে পেরে তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে যে স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল তা ভুয়া। অন্যকাজের জন্য করা স্বাক্ষরিত কাগজ আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং একসাথে ইউনিয়নের উন্নয়নে কাজ করা প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য লিখিত আবেদন করেছেন ইউপি সদস্যরা। তারা সরাসরি অফিসে এসে প্রত্যাহার পত্র দিয়ে গেছেন। এতে তাদের ভুলবোঝুছি ছিল বলেও প্রত্যাহার পত্রে উল্লেখ করেছেন তারা।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুর শহরের দু‘টি রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়া ও স্টেডিয়াম পাড়ার রাস্তা সংস্কার ও কার্পেটিং কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে পৌর মেয়র এ কাজের উদ্বোধন করেন।

৮ নম্বর ওয়ার্ড স্টেডিয়াম পাড়ার শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযর্ন্ত প্রায় ৬৫০মিটার রাস্তা কার্পেটিং যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়ার রাস্তা সংস্করণ কাজে ৪৭০ মিটার রাস্তার ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ লক্ষ টাকা।

এ সময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভার আনাচে-কানাচে অনেক রাস্তার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, আস্তে আস্তে সবগুলো কাজ করা হবে এবং শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযন্ত এটা একটা উন্নত মানের রাস্তা হবে। তিনি বলেন, আপনারা যেভাবে নির্বাচনের সময় আমাকে ভালোবেসে আমার পাশে ছিলেন আমিও ঠিক তেমনি আমার সর্বত্র দিয়ে সব সময় আপনাদের পাশে থাকবো।

২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন,৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর রোকসানা কামাল ঠিকাদার আসলাম খান পিন্টুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুর বিসিকের একটি কারখানায় দুর্ধর্ষ চুরি

মেহেরপুর বিসিক শিল্পনগরীতে মোমিনুল ম্যানফ্যাকচার্স নামের একটি

কারখানায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ২৫ লাখ টাকা যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে বলে দাবী কারখানা মালিকের। রবিবার দিবাগত রাতে চুরির এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মের্সাস মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচারের পিছনের দরজা ভেঙে সংঘবদ্ধ চোরের দল এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কারখানায় থাকা ১৭টি ডাইস মেশিন, কার্টার, গেণ্ডিং মেশিন, রেঞ্জ, মিটারসহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি চুরি করে নিয়ে গেছে।

মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচার্সের মালিক আজিজুল ইসলাম জানান, সোমবার সকাল ৯টার দিকে প্রতিদিনের ন্যায় কারখানা খুলে দেখি ভিতরে সব তছনছ অবস্থায় আছে। পরে দেখি পেছনের দরজা ভেঙে অধিকাংশ ছোট যন্ত্রাংশগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে চোররা। যার আনুমানিক মূল্য হবে ২৫ লাখ টাকা। তিনি আরো জানান, বিসিক শিল্পনগরীতে দুইজন নিরাপত্তা কর্মী আবাসিকভাবে থাকেন। তাদেরকে বিশ^◌াস করে আমরা নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। তাদের বিশ^◌াস করাটাই কাল হলো।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, বিসিক শিল্প নগরী কর্মকর্তা আকতারুজ্জামান, মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, নাসিবের জেলা শাখার সভাপতি নাইমুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক ফয়সাল হাসনাত বলেন, এ ব্যাপারে কারখানা মালিকের লিখিত অভিযোগ পেয়ে শিল্পনগরী কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তিতে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যাবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির

স্বাধীনতা দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শোভযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহিদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবদ্দিন, মনিরুল ইসলামসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনে’র পথচলা শুরু

স্বাধীনতার সূর্য সন্তান শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে প্রতিটা জেলা-উপজেলায় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চাই এই দাবীকে সামনে রেখে স্বাধীনতার প্রথম সরকার গঠনের ঐতিহাসিক স্থান মুজিব নগর স্মৃতিসৌধে ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

মুজিবনগরে যাত্রার প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দগণ মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

কার্যালয় চত্বরে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলনের স্থানে যান। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলুর আহবানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক রফিকুর রশীদ, যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুলাহ আল আমিন, যুগ্ম আহবায়ক মীর দিনার হোসেন, সদস্য সচিব মির্জা গালিব উজ্জ্বল, তরিকুল ইসলাম (সদস্য), এনামুল হক এনাম (সদস্য), অধ্যাপক গৌতম বসু (সদস্য), কুটু জোয়াদ্দার (সদস্য), সালেহ কাজল (সদস্য), কামরুন্নেছা তানিয়া (সদস্য), অভিজিৎ বসু (সদস্য)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুজিব নগর সরকার কমিটির আহবায়ক দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার।

আরও উপস্থিত ছিলেন, হাসানুজ্জামান রিপন, মোঃ স্বপন আলী, মোঃ শিমুল বিশ্বাস, ইব্রাহিম খান, হাসিবুল ইসলাম, আসলাম, রাজু আহমেদ, ইমরান হোসেন, আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল, আব্দুর রহিম, নয়ন আহামেদ প্রমুখ।

উপস্থিতিগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়নের তাগিদ অনুভব করেন। এরই প্রেক্ষাপট ‘বাংলাদেশ জেলা ভিত্তিক স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা তরান্বিত করতে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ নামকরণ করেন।

আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলু বলেন, স্বাধীনতার ৫২ বছরে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিবসে বিক্ষিপ্ত আকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জা জনক। তাই অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বর্তমান সরকারের নিকট দেশের প্রতিটা জেলা, উপজেলা এমনকি শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক ও বাংলা একাডেমীর পদক প্রাপ্ত রফিকুর রশীদ এই আন্দোলনের সাথে একমত পোষণ করে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক বলেন, সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এ আন্দোলন একটি চলমান আন্দোলন। শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ এক নয়; এর ভিন্নতা উপলব্ধিতে আনতে হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন,৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এই সাতটি আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে সাতটি স্তম্ভের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন। অতএব শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনও এক কাতারে ফেলা যায় কী? আসুন আমরা জেলায় উপজেলায় ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর পতাকাতলে কাতারবন্দি হয়ে কমিটি গঠন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি জাতীয় বীর শহীদদের স্মরণে প্রতি জেলা উপজেলায় স্মৃতিসৌধ চাই।

বামন্দী-কাজিপুর সড়কের কার্পেটিং শেষ হবে কবে ?

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন থাকায় একসময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কটি। ভাঙ্গাচোরা সড়কটি পরবর্তীতে গেল বছরে নতুন করে সংস্কার কাজের অনুমোদন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের ১ বছর পেরিয়ে গেলেও সড়কটির শতভাগ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।

সড়কটির নিশিপুর অংশ থেকে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজার পর্যন্ত সাড়ে ৪কি.মি. এলাকা জুড়ে বালি আর ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও মাসের পর মাস পেরিয়েছে তবুও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্পেটিং কাজ শুরু করেনি এখনো। যার ফলে সড়কটিতে ইটের খোয়ার লাল রঙের ধুলোবালি উড়ে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে রয়েছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

কার্পেটিং না হওয়ার কারণে ধুলোবালি উড়ে সড়কের চলাচলে এবং

কার্পেটিং না হওয়ায় প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে; রাস্তার কাজ না করায় ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের শাস্তি হওয়া দরকার। বারবার শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছে না।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও বালিয়াঘাট গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম জানান, ধুলোবালি উড়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কয়েকলক্ষ মানুষকে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্পেটিং কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজকে অনুরোধ করা হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে পাথর, বালু নিয়ে এসেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হবে।

তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঠিক কতদিন নাগাদ কার্পেটিং কাজ শুরু করবে সেবিষয়ে জানতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করা হলেও সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরের সন্তানসহ ৭ শিক্ষার্থীদের নকশায় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ

কুয়াশার মতো ধুলা ও ইট–কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো নিটার ক্যাম্পাসে পৌঁছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি ইউনিট এর অধীনে সাভারের জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটিই পরিচিত নিটার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ) নামে।

নিটারে ‘ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বিভাগটি যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। এখানে আছে প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবে হাতে-কলমে

কাজ শেখার সুযোগ। ফ্যাশন–সম্পর্কিত আধুনিক সফটওয়্যারের দীক্ষাও নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

নকশার পাশাপাশি প্রকৌশলের বিষয়টিও এই প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখায় গুরুত্ব পায়। তাই ফ্যাশন ও পোশাক নির্মাণের কারিগরি দিক—দুটিই মাথায় রাখেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছরই বিশেষ দিবস, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে থিমভিত্তিক পোশাকের নকশা করেন শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তাঁরা পোশাক বানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস মাথায় রেখে। শাড়ি-পাঞ্জাবির ওপর ফুটে উঠেছে মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নকশায় ফিউশনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নারীদের জন্য থামিও তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এসব পোশাক নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শোর আয়োজনও করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে নিজেদের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। যা ইতিমধ্যে পোশাক শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার থিম নিয়ে কাজ করেছে তৃতীয় বর্ষের প্রিতুল, ৪র্থ বষের বরাত, তানভীর আদনান,অদ্বিতী সরকার, ১ বর্ষের মাহাপাড়া, রিয়া, মুশফিকাসহ ৮ জন শিক্ষার্থী এবং মডেলও হয়েছেন নিজেরাই।

এদের মাঝে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করেছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বুলবুল আহমেদ সাগর বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। সেই সাথে তারা ৮ জন শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুনাম অর্জন করছে।

গাংনীতে যথাযোগ্য মর্যাদায়

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসের শুরুতে রবিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

সকাল ৬টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবির হোসেন সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও
উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও পুষ্পমাল্য অর্পণ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠন।

সকাল ৮টার দিকে গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক। পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর অতিথিবৃন্দরা অভিবাদন গ্রহণ করেন।

পরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ভিডিপি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্যারেড ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন । সকাল ১১টার দিকে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা